দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 17 FEB 2003

আগামী শিশুর ক্লাসরুম

শেখ আনোয়ার

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কম্পিউটার বহুবিধ সুবিধা নিয়ে প্রবেশ করেছে। আমাদের সামাজিক অবকাঠামোর মূলভিত্তি স্কুলগুলোতে তা অবহেলিতই রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে যে সব প্রচেষ্টা সাধিত হয়েছে তা কেবল কম্পিউটার ল্যাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর তা শিশু শিক্ষার্থীদের সত্যিকার শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা থেকে পৃথক করে রেখেছে। স্কুলে কম্পিউটারের প্রকৃত সুফল পেতে হলে কম্পিউটারকে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবের হেডফোন বা টেপরেকর্ডার কিংবা ফিজিক্স ল্যাবের এ্যাস্টো-নমিক্যাল টেলিস্কোপের ন্যায় সহকারী যন্ত্র হিসাবে তুলনা করলে হবে না। সুতরাং আগামী দিনের নাগরিকদের জীবনের প্রারম্ভিক মুহূর্তে কম্পিউটারের নির্বুদ্ধিতামূলক ব্যবহারের কারণ কী? এটা কি এক্সপার্টের অভাবে হচ্ছে? সম্ভবত দু'টো কারণেই হচ্ছে। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে টাকার অভাব, শিক্ষকদের অপ্রতুল প্রশিক্ষণের অভাব বা শিক্ষাসংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশক কর্মকর্তাদের অবহেলা-অমনোযোগ বড় বাধা। কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের পণ্যদ্রব্যের মতোই প্রসেসড্ পণ্য মনে করে থাকে। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব তথা হাইওয়ে থেকে সুপার হাইওয়েতে তথ্যের যাত্রার এ যুগে আগামী প্রজন্মকেও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে।

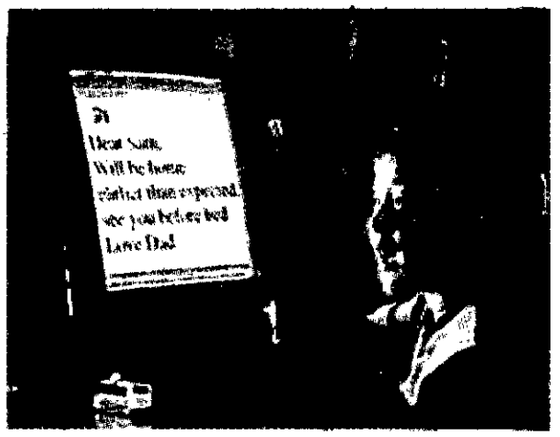

নবধারার স্কুল

যদিও অনেক স্কুল এখনও উপলব্ধি করতে পারেনি এই নবধারার প্রয়োজনীয়তা, তথাপি প্রযুক্তিতে উন্নত স্কুল সঠিক পথে পা বাড়িয়েছে। নতুন ধারাটি হলো কম্পিউটারকে পেন্সিল, বইখাতার ন্যায় ব্যবহার করা এবং প্রতিটি শ্রেণীকক্ষেই এটি ব্যবহার করা। শিশুরা এতে গল্প লিখতে পারে, তাদের নিজেদের বই প্রিন্ট করতে পারে এবং ম্যাথ প্রজেক্ট স্পেডশীট বা এ জাতীয় প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে পারে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ক্লাসরুম নেটওয়ার্কিংয়ের সাহায্যে ইন্টারনেট বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ক্লাসরুমের দেয়ালকে অতিক্রম করে এর পরিধিকে পরবর্তী দেশ পর্যন্ত প্রসারিত করেছে। আমেরিকার কিছু এলাকার স্কুলে ভয়েস মেইল সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে। যার সাহায্যে অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলের প্রতিদিনের হোমওয়ার্ক বা অন্যান্য ঘোষণা জেনে নিতে পারেন। এসবই খুব সামান্য মনে হয়, যখন আমরা এর সাথে তুলনা করি কিছু শিক্ষাবিদের ভবিষ্যদ্বাণী। তাঁরা দাবি করেন, এক দশক পরে বিভিন্ন স্কুলের কম্পিউটার লগ অন করতে পারবে। এর ফলে শিশুরা বিছানায় শুয়েও ক্লাসে অংশ নিতে পারবে। ছাত্ররা বাড়ির কাজের জন্য বা ব্যক্তিগত পড়াশোনার জন্য স্কুলের ইলেকট্রনিক রিসোর্স ব্যবহার করতে পারবে।

শিক্ষকরা কি বেকার হবেন?

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার ন্যায় শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যাপারেও কিছু ত্রুটি রয়েছে। স্কুলে সফটওয়্যারের এরূপ ব্যবহারের মাধ্যমে সুযোগপ্রাপ্ত ও বঞ্চিত দুটো ধারার সৃষ্টি হবে। যাদের মধ্যে থাকবে ব্যাপক তথ্য গ্যাপ। একদিকে থাকবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ স্কুল অন্যদিকে থাকবে দূর শহরের বঞ্চিত স্কুলগুলো। যা হোক, এসব ত্রুটি সম্বন্ধে অসচেতন শিক্ষা প্রযুক্তিবিদরা আগামী দিনের ক্লাসরুম নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। এঁদেরই একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসআইটির মিডিয়া ল্যাবরেটরির শিক্ষা গবেষণার ফেলো প্রফেসর এস প্যাপার্ট এমন দিনের স্বপ্ন দেখেন। যখন শিশুরা ও অন্যরা 'জ্ঞান মেশিন' ব্যবহার করতে পারবে। এই মেশিন ব্যবহারকারীদের তাঁদের পছন্দমাফিক বিষয় নাড়াচাড়া করার সুযোগ দেবে আর এখানে শিশুদের স্কুল পাঠাগারের সীমিত পরিসরের কোন বাধা থাকবে না। তিনি মনে করেন, সিডি রম প্রোগ্রাম বা ইন্টারএ্যাকটিভ ভিডিও হলো এই 'জ্ঞান মেশিন'-এর প্রাথমিক ধাপ। মূল বিষয়টি হলো ইন্টারএ্যাকটিভিটি। ব্যবহারকারীরা একটি অদ্বিতীয় উপায়ে তথ্য নাড়াচাড়া করতে পারেন। কোন শব্দ বা শব্দ সমষ্টি ব্রাউজের সাহায্যে ক্লিক করে। ভিডিও অডিও, এমনকি স্পর্শ বা গন্ধ ও শিক্ষার প্রক্রিয়ায় বিপ্লব ঘটাবে। কেননা তখন শুধু পড়াই তথ্য আহরণের একমাত্র উপায় হবে না। এসব স্বপ্নের মাঝে শিক্ষকদের মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, তাঁরা কি বেকার হয়ে পড়বেন না? এর পরিষ্কার উত্তর 'না'। কম্পিউটারেও শিক্ষকের প্রয়োজন। সুতরাং এমন দিন দূরে নয়, যখন স্কুলে কম্পিউটার হবে ছাত্রদের জন্য তথ্য আহরণের গেটওয়ে, উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের প্রত্যক্ষদর্শী আর অতিরিক্ত পরিশ্রমকারী শিক্ষকদের বন্ধু।

সূত্র ॥ নিউ সায়েন্টিস্ট